www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

সিমারিয়ায় একদিন

বুদ্ধদেব গুহ

ঋজুদার স্করপিও গাড়িটা যে এমন বেগড়বাই করবে তা চিন্তারও বাইরে ছিল। এমন কখনও হয়নি যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা কোথাও গিয়ে ফেঁসে গেছি। তার উপরে ঝাঁ-চকচকে নতুন গাড়ি। ভাগ্যিস সিমারিয়াতে এসেই খারাপ হয়েছিল, পথে খারাপ হলে 'শয়নং হট্টমন্দিরে' ছাড়া উপায় ছিল না। স্করপিও গাড়ি সারানোর মিস্ত্রি এখানে নেই। ঋজুদা হাজারিবাগে মহম্মদ নাজিমকে একটি চিঠি লিখে একজন লোককে বাসে চাপিয়ে পাঠিয়েছে। জিপে করে মিস্ত্রিদের আসতে বলেছে। যখনকার কথা বলছি তখনও মোবাইল ফোনের এত রমরমা হয়নি। তবে মোবাইল ফোন থাকলেও কাছাকাছি টাওয়ার না থাকাতে মোবাইল ফোন কাজ করত কিনা সন্দেহ। সম্ভবত করত না। আমরা সিমারিয়ার পুরোনো বাংলোতে নয়, পাহাড়ের উপরে যে ছোট্ট বাংলোটি আছে তাতে আস্তানা গেড়েছি এসে। গাড়িটাকে সিমারিয়ার পুরোনো বাংলোর হাতাতে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে চৌকিদারকে বকশিস দিয়ে গাড়িটার দেখভাল করতে বলে চেঞ্জ নিয়ে এখানে এসে উঠেছি। মালপত্রর

www.MurchOna.com

অধিকাংশ গাড়িতেই রাখা আছে। আমাদের যাওয়ার কথা ছিল বাখড়া মোড় আর চাতরার পথে কাড়গু নামের একটি জায়গাতে। সেখানে হাজারিবাগ থেকে ঋজুদার বন্ধুরা, সুব্রতদা, গোপালদারা সব পৌঁছে গিয়ে কাড়গু নদীর শুকনো বুকে তাঁবু ফেলেছে। শম্বর আর বড় বাঘে ভরা জায়গাটা। নদীর দুপাশের বড় বড় গাছে বাঘেদের নখ আঁচড়ানোর দাগ আছে নাকি। গত বছর শালিমার পেইন্টস-এর বড় সাহেব ফ্রাঙ্ক বেকারকে নিয়ে এসেছিলেন ওঁরা সকলে। দ্বারিকদা, মানে বার্ড হাইলজার্স-এর দ্বারিক মিত্রও ছিল। একটা বড় বাঘ শিকার হয়েছিল গত বছরে এবং দুটি বিরাট শিঙাল সম্বর। সেই জন্যেই এই বছরে ঋজুদা আর আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন ওঁরা। নাজিম সাহেবের পরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ঋজুদা নাজিমসাহেবকে লিখে দিয়েছে উনি যেন মিস্ত্রিরা যে জিপে করে আসবে, তাতেই তাঁর 'প্যান্ডোরাজ বক্স'টি আর রাইফেলটি নিয়ে চলে আসেন।

নাজিমসাহেব যেখানেই যান, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়, বিশেষ করে জঙ্গলে, তাঁর সঙ্গে আমেরিকান ডিসপোজালের একটি অলিভ-গ্রিন রঙা থলে থাকে। তাকে 'প্যান্ডোরাজ বক্স' বলে ঋজুদারা। প্রচণ্ড শীতের রাতে হঠাৎ জিপ যদি অচেনা জঙ্গলে খারাপ হয়ে যায় তবে নাজিম সাহেব তাঁর অভাবনীয় নেতৃত্বের ক্ষমতাতে অচেনা গ্রামের লোকদের ঘুম থেকে তুলে, আগুন জ্বেলে তার পাশে জমিয়ে বসে তাঁর প্যান্ডোরাজ বক্সটি খোলেন। তা থেকে নাকি সেই সব অকুস্থলেও এবং অসময়ে পাটনা থেকে আনানো বাখরখানি রোটি, আমের সময়ে অতি স্বাদু ল্যাংড়া আম, শন্ডিল্লা লাড্ডু, তিতির-বটেরের কাবাব সব একে একে বেরিয়ে পড়ে। আর সঙ্গে চলে নাজিমসাহেবের সব মজার মজার চুটকি, গল্প, অ্যানেকডোটস। কখন যে রাত কাবার হয়ে সকাল হয়ে যায় তা নাকি বোঝাই যায় না।

আমরা, মানে আমি, ভটকাই আর তিতির বাংলোর বারান্দাতে বসে আছি। নভেম্বর মাস। গয়া, পালামৌ আর হাজারিবাগ জেলাতে তখনই বেশ শীত পড়ে যায়। স্করপিওটা খারাপ হয়েছিল বিকেল বিকেল। কাল সকালের আগে মিস্ত্রি সহ নাজিমসাহেবের আসার সম্ভাবনা নেই। ঋজুদা গরম জলে চান করতে গেছে। আমরা আদা দারচিনি তেজপাতা দেওয়া গোরখপুরি চা খেতে খেতে নানা গল্প করছি।

ভটকাই হঠাৎ বলল, তোদের বলা হয়নি, আমি একটা বুক অফ ননসেন্স লিখেছি এবং সাহিত্যম, তা বই হিসেবে প্রকাশও করেছে। এই আমার জীবনের প্রথম বই -
- মেনি মোর উইল ফলো।

তিতির বলল, বলছ কি তুমি ?

-- ইয়েস।

www.MurchOna.com

বলল, ভটকাই।

তা এই 'সাহিত্যমটি' কী ব্যাপার ?

সাহিত্যম এক পাবলিশার। আসলে সাহিত্যম ওদের বড়দের বই প্রকাশের কোম্পানি, আমার ছড়ার বইটি ছেপেছে নির্মল বুক এজেন্সি।

ঠিকানা কী তাদের ? আমি বললাম।

কেন ? ইনভেস্টিগেট করে দেখতে চাস নাকি ?

-- না, তা নয়। আমি আমতা আমতা করে বললাম।

ভটকাই কনফিডেন্টলি বলল, ঠিকানা, ৮৯, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা -- ৭০০০০৭।

তিতির বলল, তাদের কি লালবাতি জ্বালার ইচ্ছে হয়েছে ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বইটি কি আছে সঙ্গে ? এক কপিও ?

আছে। তবে এখানে বের করব না। কাড়ুগুতে যাওয়ার পরে সেই বই রিলিজড হবে তাঁবুর সামনে। ঋজুদার বন্ধু গোপালদা রিলিজ করবে। গোপালদাও ছড়া লিখতে পারেন ভাল এবং ছবিও আঁকেন। এর পরের বই-য়ের প্রচ্ছদটি গোপালদাকে দিয়েই আঁকাবো ঠিক করেছি।

-- তোর বইয়ের নাম কী ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ভটকাই ননশালান্টলি বলল, মিস্টার হাবিজাবি।

আমরা সবাই নাম শুনে হেসে উঠলাম।

ভটকাই বলল, এতে হাসার কী হল ? বুক অফ ননসেনসিকাল রাইমসের এর চেয়ে ভাল নাম আর কী হতে পারত ?

-- তুমি কি এডওয়ার্ড লিয়র বা সুকুমার রায় হতে চাও নাকি ?

www.MurchOna.com

-- কে কী চায় সেটা তো বড় কথা নয়, কে কী পায় বা হতে পারে সেটাই বড় কথা। নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস। বুঝেছ বাছারা। এই বইয়ের যদি একবার নাম হয়ে যায় তখন প্রকাশকেরা আমাদের বাড়ির দরজাতে লাইন লাগাবে। আমি কী হব না হব তা ভবিষ্যৎই জানে তবে এমনও একদিন আসতে পারে যে তোরা যে আমাকে একসময়ে চিনতিস এ কথাই তোদের নাতি-নাতনিদের গল্প করতে পারবি।

আমি বললাম, বাবা: এ যে দেখছি গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

সে তোরা যাই-ই বল।

-- বই না হয় কাড়গুতেই রিলিজড হবে, দু-চারখানা ছড়ার স্যাম্পেল তো আমাদের শোনাতে পারিস।

-- তা অবশ্যই পারি। সব যখন আমিই লিখেছি তখন সবই তো আমার মুখস্ত। আমি তো আর 'দক্ষিণীর' রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে নই যে হাতে একখানা কাগজ ধরে তা সামনে রেখে গান গাইব। কবিতা বা গানের কথাই যদি আত্মস্থ না হল তবে সে কবিতা কি আবৃত্তি করা যায় ? না সে গান গাওয়া যায় ?

-- দক্ষিণীর সঙ্গে তোর কিসের তুলনা। এখনকার দক্ষিণী তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের কারখানা। শুভোদাদুদের দক্ষিণী তো আর নেই। সেই বিরাট সাকসেসফুল ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে তোর মতো ন্যালাখেপা একলা ছড়াকারের কী সম্পর্ক ?

-- হ্যাঁরে। প্রত্যেক ক্রিয়েটিভ মানুষই একলা। তবে সকলেই ন্যালাখেপা নয়। একলা যে মানুষ না হতে পারে সে না পারে গান গাইতে, না কবিতা লিখতে, না গান গাইতে।

-- বাবা:। তুই তো আমাদের পেছনে ফেলে তলে তলে ডুব সাঁতারে অনেক দূর এগিয়ে গেছিস দেখছি। আমি বললাম।

তিতির আমাকে স্নাব করে বলল, ভটকাই যা বলল, তা তরল করে বলল বটে কিন্তু কথাটা কিন্তু খুব গভীর কথা এবং গভীর সত্যও বটে। তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত পড়ো, ওয়াল্ট হুইটম্যান পড়ো, হেনরি ডেভিড থোরো পড়ো, যদি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা জীবনানন্দ দাশ পড়ো তাহলেই ভটকাই-এর কথার মানে বুঝতে পারবে। সত্যজিৎ রায়ের আঁকার মাস্টারমশাই শান্তিনিকেতনের অন্ধ-শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় একজনকে একটি চিঠিতে

www.MurchOna.com

লিখেছিলেন যে ‘নির্মলতা কখনওই কারোকে খালি হাতে ফেরায় না।’

তারপর বলল, আমি তো ঋজুদার দলে অনেক পরে এসেছি। তোমরা ঋজুদার সঙ্গে এত বছর বনে-জঙ্গলে ঘুরেও দেখছি আসল শিক্ষা থেকেই দূরেই থেকে গেছ। শুধু ডাকাতই ধরেছ, চোরাশিকারীর সঙ্গে টক্কর দিয়েছ, মানুষখেকো বাঘ বা চিতাই মেরেছ শুধু, কিন্তু বনেজঙ্গলে ঘোরার যে আসল অর্জন এবং সঞ্চয়, নির্জনতা তা থেকেই তোমরা বঞ্চিত হয়েছ। অবশ্য ‘তোমরা’ বলা ঠিক নয়, রুদ্র হয়তো তুমি একাই। কারণ, ভটকাই-এর কথা শুনে তো মনে হচ্ছে যে তোমার চেয়ে এই দলে অনেকই পরে ঢুকেও ও সার কথাটা বুঝে ফেলেছে।

আমি বললাম, আমি মাথা-মোটা, নীরেট, কী আর বলব।

এমন সময়ে ঋজুদা গরম জলে চান করে পাজামা-পাঞ্জাবি আর শাল গায়ে দিয়ে এসে বসল আমাদের সঙ্গে। তারপর ভটকাইকে বলল, কোয়ার্টার-মাস্টার, এক কাপ চা কি হতে পারে ?

-- নিশ্চয়ই। বলে, ভটকাই উঠে কিচেনের দিকে গেল।

চলে যাওয়া ভটকাইয়ের দিকে চেয়ে ঋজুদা বলল, কোয়ার্টার-মাস্টার, আজ রাতের মেনু কী ?

ভটকাই বলল, কন্টিনেন্টাল। ব্রেড বাটার, চিকেন রোস্ট, টোম্যাটোর স্যুপ আর হাওয়াই পুটিন।

আমরা সকলেই ভটকাইয়ের কথাতে হেসে উঠলাম।

বললাম, হাওয়াই পুটিনটি কী বস্তু ?

ভটকাই ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, আমিও কি ছাই জানি ? কেরামত বাবুর্চি যা বলল, তাই বললাম। মনে হয়, প্লেইন পুডিং বা ক্যারামেল কাস্টার্ড বা ওইরকম কোনও বস্তু হবে। নাম দিয়ে কী হবে। যা খাওয়াবে এই জঙ্গুলে জায়গাতে তাই খাবে -- যে নাম বলবে সে নামই জপবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, যা এবার।

আমি বললাম।

www.MurchOna.com

তিতির বলল, ঋজুকাকা, ভটকাই ননসেন্স-রাইমের বই লিখেছে একটা। সেটা নাকি ছাপাও হয়ে গিয়েছে। কাড়ুগুতে গিয়ে গোপালকাকার হাত দিয়ে রিলিজ করাবে।

বলিস কি রে ? সত্যি ?

সত্যি। তিতির বলল।

আমি বললাম, নাম, মিস্টার হাবিজাবি।

মিস্টার হাবিজাবি ? ভেরি ইন্টারেস্টিং। ঋজুদা বলল।

ও ফিরে এলে তুমি শোনাতে বলো না আমাদের কয়েকটা ছড়া। তোমার কথা শুনবে ও। তিতির বলল,

আসুক ও।

চিন্তিত গলাতে বলল ঋজুদা।

তারপরে বলল, এ তো ভারী চিন্তার কথা হল।

আমি বললাম, চিন্তা বলে চিন্তা। ওর এত বড় প্রতিভাটা এতদিন কী করে লুকিয়ে রাখল বলো তো আমাদের কাছ থেকে।

ঋজুদা বলল, প্রতিভা থাকলে একদিন না একদিন প্রকাশ পায়ই। শোনাই যাক না কী লিখেছে ও। তোদের এমন বিদ্বেষী মনোভাব কেন ? আগে যাচাই কর, তারপরই না হয় বাতিল করবি।

www.MurchOna.com

সিমারিয়ায় একদিন

বুদ্ধদেব গুহ

।।২।।

ভটকাই ফিরে এসে বলল, আমরাও খাব। সকলের জন্যেই তৈরি চা নিয়ে আসছে। শুধু চিনিটা আলাদা। পটভর্তি খোরখুপরি চা।

কষে দুধ দিয়েছ তো ?

ঋজুদা বলল।

দুধের মধ্যেই তো ফোটাবে চা। আর দুধ বলে দুধ ! শোনপুরের মেলা থেকে কেনা

www.MurchOna.com

তাগড়াই কোনও ভইঁসার দুধ।

আমি বললাম, শোনপুরের মেলা থেকে কেনা ভইঁসা কেন ? ভইঁসা -- লোটনের জঙ্গলের ভইঁসার দুধও হতে পারে।

তাও পারে।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, কী সব শুনছিরে ভটকাই ? তুই না কি কবি হয়েছিস ? দারুণ খবর।

তা বটে। তোমার এই কবিকুলের মধ্যে থাকতে থাকতে কবি হয়ে যাওয়া তজ্জব কি বাত তো বটেই।

চা আসতে আসতে দু-একটা শোনা না, শুনি।

-- তুমি শুনতে চাইলে 'না' করি কী করে। শোনো তবে।

-- বল।

-- ভটকাই বলল, আলাদা আলাদা ছড়া নয় -- কন্টিনুয়াস ছড়া -- অশেষ।

তিতির বলল, ছেলেবেলাকার পি. সি. সরকারের ম্যাজিক ওয়াটার অফ ইন্ডিয়ার মতো -- যার শেষ নেই।

-- ফর ইওর ইনফরমেশন, যার শেষ নেই তাকেই তো অশেষ বলে।

এবারে শুরু কর। ঋজুদা বলল।

গতকাল দেখা হবে বলে দেয় কবি
'অ্যাপোটেনমেন্ট' করা, এই ছিল হবি।
কবিরাজ কবিপ্রজা কবি ভুরি ভুরি
এ ওর পিঠেতে তারা দেয় সুড়সুড়ি।
কাঁচাপাকা নৈঋতে চিনিপাতা দই
শেয়ালনি বাঁশবনে হেঁড়ে মাথা কই।
চই চই হাঁস ডাকে লাল শাড়ি বউ
মিশকালো নদী বেয়ে ধীরে চলে নৌ।

www.MurchOna.com

কাঁসারোদে রাঙা বউ ডাকে চই চই
হাঁসী-হাঁসা হেলেদুলে খেতে আসে খই।

ঋজুদা বলল, এত অতি চমৎকার লিখেছিস রে তুই ভটকাই। তোর বইটি পড়বার খুবই আগ্রহ হচ্ছে আমার। কখন দিবি আমাকে পড়তে ?

ভটকাই লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল কালই তো কাড়ুগুর জঙ্গলে গোপালদা রিলিজ করবে। তারপরে তো সকলেই পড়বে। একটা দিন ধৈর্য ধরো।

ঋজুদা বলল, যেমন বলবি।

আমাদের চা খাওয়া শেষ হতে হতে অন্ধকার নেমে এল। এখন কৃষ্ণপক্ষ। তবে অমাবস্যা আসতে দেরি আছে। একটু পরে চাঁদ উঠবে একফালি। একটু পরেও হতে পারে, শেষ রাতেও হতে পারে। আজ কি তিথি তা জানা নেই। ওসব তিথি-টিথির খোঁজ ঠাকুমা রাখেন। ঋজুদাও অবশ্য রাখে কারণ শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ দুই পক্ষেই তাকে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে ছেলেবেলা থেকে।

অন্ধকার বেশ ঘনই। কয়েক হাত অবধি নজর চলে তারপর ফের অন্ধকার। হঠাৎ দেখলাম, হাতে একটা মশাল নিয়ে কে একজন উঠে আসছে নিচ থেকে পাহাড়ের মাথার এই বাংলোর দিকে। উপরে উঠতে উঠতে সে জোরে জোরে কাশছে বার বার। মনে হল লোকটি অসুস্থ। হয়তো কাশির ওষুধ-টষুধ চাইতে আসছে।

তার কাশির আওয়াজ শুনে বাওয়ার্চিখানা থেকে কেরামত বাবুর্চি এসে বলল, কা রে রামধানিয়া ? বাত ক্যা ?

জঙ্গুলে জায়গাতে সন্ধে নামার পরে মানুষ সচরাচর ঘরের বাইরে যায় না, খুব প্রয়োজন না পড়লে। যার যার বাড়ির সামনের দাওয়া বা উঠোনে বসে ছেলেরা গল্প করে, হুঁকো বা খৈনি খায়, মেয়েরা বাড়ির ভেতরে রান্না করে, তাদের কাঠের উনুনের আগুনের লাল শিখার ছায়া ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করে -- সেই আগুনেই দাওয়া বা উঠোন যেটুকু আলোকিত হয়। আটা বা বাজরার হাতরুটির মিষ্টি গন্ধ। অথবা অড়হড় ডালে শুকনো লংকা সম্বার দেওয়ার গন্ধে চারদিক ম ম করে ওঠে। সেই গন্ধেই সারাদিন খাটাখাটনি করা মানুষগুলোর খিদে পেয়ে যায়। সেই সময়ে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে কেউই বেরোয় না। রান্না হলে গরম গরম খেয়ে আটটা-নটার মধ্যে সকলে শুয়ে পড়ে -- একেবারে ভোর রাতে উঠে কাজে লাগবে বলে। নানা রাতচরা পাখি ডাকতে থাকে। পেঁচা-পেঁচানির ঝগড়া শুরু হয়। দূরের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর বুকের উপরে চমকে চমকে হট্টিটি পাখি ডেকে ফেরে।

www.MurchOna.com

তাই রাত নামার পরে এই কেশো-রোগী মশাল হাতে কী বার্তা নিয়ে এই ছোট পাহাড় চড়ে আমাদের কাছে আসল তা ভেবে আমরা সবাই অবাক হলাম।

কেরামত বাবুর্চি আবার বলল, কী রে রাম ধানিয়া ? হুয়া ক্যা ?

সেই লোকটি কাশতে কাশতেই বলল, একোয়া বড়কা শোনচিতোয়া ছোটকুকো উঠাকে লে গেইল ?

ঘটনা সবিস্তারে জানা গেল। ওদের মাটির বাড়ির সামনের উঠোনে বসে ওরা যখন গল্প করছিল তখন ওর ছোট নাতি ওদেরই সামনে খেলা করছিল। কাঠের তক্তার দরজাটা খোলা ছিল। সাত-আট বছরের ছোটকু সিমারিয়ার হাট থেকে কিনে দেওয়া একটা রাবারের বল নিয়ে খেলা করছিল। বলটা বাইরের দরজার দিকে চলে যাওয়াতে সে টালমাটাল পায়ে বলটাকে নিয়ে আসার জন্য যেই দরজার কাছে গিয়েছে অমনি নাকি দরজার পাশেই ওঁত পেতে বসে থাকা একটি জন্তু তাকে তুলে নিয়ে একলাফে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে। আমরা এই বাংলোতে আছি তাই কোনও প্রতিকার করা যায় কিনা সেই আশাতেই এসেছে বেচারি।

কেরামত বলল, এখন সিমারিয়াতে কোনও মানুষখেকো বাঘের বা চিতার উপদ্রবও নেই। বাঘ বা চিতা হতেই পারে না। কোনও হুন্ডার বা নেকড়ে হয়তো নিয়ে থাকবে। কিন্তু হুন্ডারের উপদ্রব সে তো হাজারিবাগ শহরের কাছে গয়ার রাস্তাতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। সেই হুন্ডারের দল তো শিকারীদের হাতে মারা পড়েছে বহুদিন।

রামধানিয়া বলল, এখন অত কথা বলার সময় নেই। তাড়াতাড়ি চলুন নইলে ছোটকুকে আর বাঁচানো যাবে না।

ঋজুদার আমাদের ধমক দিয়ে বলল, দেরি করছিস কেন ? তুই আর ভটকাই টর্চ আর আর্মস নিয়ে চলে যা তাড়াতাড়ি।

রাইফেল নেব ?

একজন রাইফেল নে অন্যজন শটগান। যদি লেপার্ড বা হুন্ডার হয় তবে অল্প দূরত্বে এল জি বেশি কাজে দেবে। তাড়াতাড়ি যা, দেরি করিস না।

আমি আর ভটকাই দৌড়ে গেলাম বাংলোর মধ্যে। দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা আর্মস আর দু-রাউন্ড করে গুলি নিয়ে টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়লাম। তিতির

www.MurchOna.com

বলল, আমিও যাই ঋজুকাকা ?

ঋজুদা বলল, না, তোর যাওয়ার দরকার নেই। অন্ধকার নেমে গিয়েছে। এদিকে ডাকাতদের দৌরাত্ম আছে। মেয়েরা স্বাধীন হলেও এখনও কিছু কিছু ব্যাপারে তাদের পরাধীন থাকাই ভাল। আমরা রামধানিয়ার সঙ্গে নীচে নামতে নামতে শুনলাম, ঋজুদা বলছে, তাছাড়া অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ারও ভয় আছে।

রামধানিয়া যখন আমাদের তার বাড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল তখন পথের উপরে কম করে দশ-বারোজন মানুষ জড় হয়ে গিয়েছে। তাদের অনেকেই হাতেই জ্বলন্ত মশাল।

আমি বললাম, কোন দিকে গেছে ?

ওরা বলল, আমরা তেমন করে খেয়াল করিনি। আমরা তো গোল হয়ে বসে হুঁকো আর খইনি খাচ্ছিলাম -- দরজাটা ছিল পিছন দিকে।

চকিতে আমি আর ভটকাই পথের ধুলোর উপরে কোনও জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখা যায় কিনা তা দেখলাম টর্চ ফেলে, কিন্তু আশ্চর্য ! কোনও জানোয়ারেরই পায়ের দাগ দেখলাম না। চিতা যদি টুঁটি কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে কিছুটা যাওয়ার পরে রক্তের চিহ্নও পাওয়া যাওয়ার কথা মাটিতে। তাই আমি ভটকাইকে বললাম, তুই ভাল করে দ্যাখ রক্তের বা থাবার দাগ পাস কিনা, আমি এগিয়ে যাচ্ছি। তিনচারজন লোক ভটকাইয়ের সঙ্গে রয়ে গেল আর আমি পাঁচ ব্যাটারির টর্চ-এর আলো সামনে এবং ডানদিকে বাঁদিকে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চললাম। বলতে গেলে, আন্দাজেই।

গ্রামের লোকেরা সকলেই যে শিকারী তা নয় কিন্তু জন্ম থেকে জঙ্গলের মধ্যে বড় হয়ে ওঠাতে ওরা আমাদের মতো সৌখিন শহুরে শিকারীর চেয়ে জঙ্গল এবং তার বাসিন্দাদের অনেক ভাল চেনে। আমারই মতো ওরাও দিশেহারা হয়ে গেল কোনও জন্তুর পায়ের দাগ অথবা রক্তের চিহ্নমাত্র না দেখতে পেয়ে। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে এক সঙ্গে এগোতে লাগলাম।

আমরা পথ ছেড়ে দিয়ে আন্দাজেই ডানদিকের জঙ্গলে ঢুকলাম কারণ সেখানে জঙ্গল বেশ গভীর। একটু গিয়েই একটা সুঁড়ি পথ দেখা গেল। সে পথ কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করাতে ওরা বলল, এখন অব্যবহৃত, গভীর জঙ্গলাবৃত চাতরাতে যাওয়ার পুরোনো পথে গিয়ে পড়েছে ওই পথ এবং এই পথের সমান্তরালে বড় ছোট পাথর বিছানো একটি পাহাড়ি নালা আছে। সেই সুঁড়ি পথ ধরে একটু এগিয়ে আমি

www.MurchOna.com

ভটকাইকে বললাম, তুই এদের কজনকে নিয়ে ফিরে গিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলে দ্যাখ। যে জানোয়ারই নিক ছেলেটিকে সে যে গভীর জঙ্গলেই যাবে তার তো কোনও মানে নেই।

আমার কথা শুনে ভটকাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল। আমি ও আমার সঙ্গীরা এগোতে এগোতে সেই নালাটাতেও পৌ:ছে গেলাম। নালাটার দুধারে দাঁড়ানো শাল, শিমুল, বিজা, হরতকী, আমলকি, প্রাচীন তেঁতুল, আম ইত্যাদি গাছ ঝুঁকে রয়েছে নালার উপরে আর বড় বড় আকারের নানা আকৃতির পাথরে ভরে রয়েছে নদীর বুক। একধার দিয়ে তিরতির করে জলের ধারা বয়ে চলেছে।

এত অবাক কান্ড। আমি তো বটেই বনবাসী এই সব অভিজ্ঞ মানুষেরা সবাই-ই বড়ই অবাক হলাম ছেলেটি ও জানোয়ারটির বিন্দুমাত্র হদিস না পেয়ে।

যদিও ক্লান্ত হইনি তবুও একটানা অতক্ষণ উঁচু নীচু জমিতে জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে হেঁটে দিশাহারা হয়েছিলাম একটু। একটা বড় পাথরের উপরে বসলাম আমি। ঋজুদা হলে, পাইপটা ভরে তাতে কয়েকটান লাগিয়ে বুদ্ধির গোড়াতে একটু ধোঁয়া দিয়ে নিত।

কী করব যখন আকুল হয়ে ভাবছি, এতজন মানুষের সামনে নিজের সব বুদ্ধিই যখন লোপ পাওয়ার মুখে তখনই হঠাৎ দেখলাম, একটি ধবধবে সাদা থান পরে খুব লম্বা এবং কুচকুচে কালো রঙা নারী মূর্তি বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে সেই নদীর বুকে দাঁড়াল। তার মাথাতে ঘোমটা দেওয়া। আর মাড়িহীন দাঁতগুলো কঙ্কালের মতো সাদা ধবধবে এবং বড় বড়। তার মুখে কোনও কথা ছিল না। কিন্তু তাকে দেখামাত্র আমার সব কজন সঙ্গীই পড়ি কি মরি করে একসঙ্গে দৌড় লাগাল। আমি হাঁদার মতো কয়েক সেকেন্ড সেই পাথরে বসে থেকে পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা সেই নারীমূর্তির উপরে ফোকাস করলাম এবং করা মাত্রই সেই নারীমূর্তি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে সে মিলিয়ে গেল এবং একটি নাইটজার পাখি, ওরা যেমন করে মাটি ফুঁড়ে সোজা উপরে ওঠে গাঢ় লাল আগুন রঙা চোখ নিয়ে, তেমন করেই ডানার ঝাপট দিতে দিতে ঠিক ওই জায়গা থেকেই উপরে উঠে গেল। আমার টর্চের আলোতে তার ভৌতিক চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলে উঠল। জঙ্গলে রাতের বেলাতে বাঘের চোখে আলো পড়লে এইরকমই লাল হয়ে জ্বলে সে চোখ। এই পাখিগুলো বনপথের মাটি আঁকড়ে বসে থাকে গভীর রাতে বনপথে জিপ যখন তাদের প্রায় চাপা দেওয়ার দূরত্বে পৌঁছয় তখন তারা ডানা ঝটপট করে প্রায় বনেট ফুঁড়ে সোজা উপরে উঠে যায়। অনভিজ্ঞ যারা, তারা এই পাখির ওই হঠাৎ ওড়া দেখে ভয়ে অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারেন।

www.MurchOna.com

থেকে একটা কালো প্যাঁচা দুরগুম দুরগুম করে বুকের মধ্যে কাঁপন তুলে ডেকে উঠল। যারা গভীর বনের মধ্যে রাতের বেলা কালো পেঁচার ডাক কখনও না শুনেছেন তাঁরা ওই ডাকের ভয়াবহতার কথা ধারণাও করতে পারবেন না। প্রায় সেই সময়েই অনেক দূরে একটি কোটরা হরিণ, ইংরেজিতে যাকে বলে Barking Deer, ডেকে উঠল ব্বাক-ব্বাক-ব্বাক আওয়াজ করে বনকে খানখান করে। তারপরি গভীর নিস্তব্ধতার ওড়না চেপে বসল অন্ধকারের ভার আরও বাড়িয়ে দিয়ে। শুধু নদীধারার জলের ক্ষীণ কুলকুলানির শব্দ শোনা যেতে লাগল।

সেই উপল-বিছানো নদীর বুকে তারাভরা অন্ধকার আকাশের নীচে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ক্ষীণ জলধারার কুলকুলানি শব্দ সেই ভুতুড়ে নিস্তব্ধতাকে যেন আরও বাড়িয়ে দিল। মিনিট দশেক ওখানে বোকার মতো বসে থাকলাম। অমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। ভয় ব্যাপারটা আমার চরিত্রেও নেই। দশ বছর বয়স থেকে ঋজুদার সঙ্গে বনে-বাদায়-পাহাড়ে-সমুদ্রে নানা অভিযানে গিয়ে ভয় কাকে বলে তা ভুলেই গেছিলাম। কিন্তু ভয় নয়, এক অননুভূত অস্বস্তি আমাকে পেয়ে বসল। এইরকম আধিভৌতিক অভিজ্ঞতার শরিক এর আগে কখনওই হইনি। একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে যে দিক থেকে এসেছিলাম সেই দিকে কাঁধে রাইফেল আর হাতে টর্চ নিয়ে এগিয়ে যেতে যাব এমন সময়ে যেখানে সেই সাদা থান পরিহিতা নারীমূর্তিকে দেখা গেছিল সেখান থেকে একটি নবীন কিশোরের গলার ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে এল, 'মাইরে -- মাই-ই-ই-ই'। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি সেদিকে টর্চের আলো ফেললাম। আলো ফেলতেই একটি নাইট-জারের লাল চোখ জ্বলে উঠল এবং আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে পাথরের উপরে সে বসেছিল তার উপর থেকে টর্চের আলোর বৃত্তর বাইরে সোজা উপরে নিকষ-কালো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে। এবং সঙ্গে সঙ্গে যে ভয়কে কখনও জানিনি সেই ভয়ের অনুভূতি আমাকে গ্রাস করে ফেলল। আমি ঘামতে লাগলাম। এবং ঠিক ওই সময়ে ওই দিক থেকেই এক নারীকণ্ঠের বুক-কাঁপানো হাসি হা হা করে ফাগুনদিনের হাওয়ার মতো বনময় ঘূর্ণী তুলল। সঙ্গে সঙ্গেই আমি ফিরে যাওয়ার পথ ধরলাম।

বেশ কিছু দূর যাওয়ার পরে অন্য টর্চের এবং কয়েকটি মশালের আলো ও মানুষের গলার স্বর কানে এল। ভটকাই গলা তুলে ডাকল, রুদ্র, এদিকে চলে আয়। ওখানে থাকিস না।

আমি তো ওদিকে যাচ্ছিলামই, ভটকাইও আমার দিকেই আসছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা মিলিত হতে ভটকাইও বলল, ওরও আমারই মতো অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবং সেও সেই সাদা থান পরা নারীমূর্তী দেখেছে এবং তরুণ কিশোরের 'মাইরে -- মাই-ই' চিৎকারও শুনেছে।

সিমারিয়ার গ্রামের যে সব মানুষ আমার ও ভটকাইয়ের সঙ্গে এসেছিল মশাল ও

www.MurchOna.com

টাঙ্গি বা তীর-ধনুক হাতে, তারা সবাইও একেবারে নির্বাক হয়েছিল। ওদের মধ্যে যে মোড়ল গোছের, সে বলল, রামধানিয়ার কপাল খারাপ যে তার ছেলেটাকে কোনও চিতা বা হুন্ডার বা অন্য কোনও জানোয়ার নয়, স্বয়ং টিকরাম পিরেতই নিয়ে গেছে। কোনও মানুষের সাধ্য নেই ওই পিরেতের মোকাবিলা করার। রাইফেল বন্দুকের গুলি তার পাঁজর ফুটো করে বেরিয়ে গেলেও তার বিন্দুমাত্রই ক্ষতি হয় না। সে তো আর রক্তমাংসের মানুষ নয়।

রামধানিয়াকে সকলেই বলল, গভীর বনের মধ্যে যে বুড়ো শিমুল আছে, যে গাছ ওদের দেবতা, সেই গাছতলাতে কাল গ্রামশুদ্ধ মানুষে গিয়ে পুজো দেবে। সেই গাছের পায়ের কাছে বনদেওতার পাথরের থান আছে। সেই থানে কবুতর আর পাঁঠা বলি দিয়ে পুজো দেবে ওরা। সিঁদুর লাগাবে ওই পাথরে।

আমরা যখন গ্রামের দিকে ফিরছি তখন রামধানিয়া ও অন্য সকলে আমাদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইল আমাদের কষ্ট দেওয়ার জন্যে। দৃঢ় বিশ্বাস যে তাদের ছেলে আর ফিরে আসবে না। এখন দেখতে হবে তার যা সর্বনাশ হল তা তো হলই, তেমন সর্বনাশ গ্রামের অন্য কারও যেন না হয়।

ভটকাই বলল, আমরা ওই সব ভূত-পিরেতে বিশ্বাস করি না। পরশুরামের কাঁড়িয়া পিরেতের কথা ভুশণ্ডির মাঠে-র গল্পে পড়েছি অবশ্যই কিন্তু সে সব মজার গল্পগাছা। কাল সকালেই ঋজুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এখানে আসব এবং জঙ্গলে ছুলোয়া করাব। ছুলোয়া করতে তোমাদের সাহায্য লাগবে। তোমরা ছুলোয়াতে সামিল না হলে ছুলোয়া হবে কী করে!

ওরা সবাই বলল, আপনাদের পায়ে পড়ি, আমাদের ওই অপকারটি দয়া করে আপনারা করবেন না। এ বছর প্রকান্ড বড় সেই লাল পাখি দুটো এসে বড় শিমূলগাছের ডালে যখনই থেকে গেছিল দিন পনেরো আগে তখনই আমরা জানতাম অঘটন একটা ঘটবেই। ওরা যে বছরই আসে সে বছরই এমন কিছু ঘটে, অনাবৃষ্টি হয় নয়তো অতিবৃষ্টি, না হয়তো এই টিকরাম পিরেতের অত্যাচার। কিন্তু ওরা চলে যাওয়া মাত্র সাতদিনের মধ্যেই যে টিকরাম পিরেতের আবির্ভাব হবে তা কে ভেবেছিল?

আমি আর ভটকাই মুখ নিচু করে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাহাড়ের উপরের বাংলোর দিকে বন্দুক ও রাইফেল কাঁধে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ততক্ষণে কৃষ্ণা চতুর্থী বা পঞ্চমীর চাঁদ উঠেছে এক ফালি আকাশে। আমাদের পেছনের নদীরেখার উপরে উপরে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে দুটি টিটি পাখি তাদের লম্বা লম্বা পা ঝুলিয়ে ডিউ ড্যু ড্যু ইট? ডিউ ড্যু ড্যু ইট করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছিল। আমরা ভাবছিলাম, এই আমাদের বিচিত্র দেশ ভারতবর্ষ। যে দেশে মেট্রো রেল চলে, যে দেশের বড় বড়

www.MurchOna.com

শহরে ফ্লাইওভার আর শপিং মল ঝলমল করে, ঝাঁ চকচকে বিদেশি গাড়ি চলে, যে দেশ কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায় মহাকাশে, নিউক্লিয়ার বোমা বানাবার ক্ষমতা রাখে, সেই দেশেই এখনও টিকরাম পিরেতরাও রাজত্ব করে।

ভটকাই বিড়বিড় করে বলল, অল বোগাস। এই মানুষগুলো নিজেরাই নিজেদের কুসংস্কারের গভীরে ডুবিয়ে মারছে। ঋজুদাকে বলে এর একটা বিহিত করতেই হবে। কী বলিস তুই রুদ্র ?

আমি চুপ করে রইলাম। কী বলব, বুঝতে পারলাম না। এ তো আর পরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়। আমি যে এই সব অবিশ্বাস্য দৃশ্য ও শব্দ নিজের চোখে দেখেছি ও শুনেছি, নিজেকে চোখ ঠারি কী করে ! ভটকাইও তো বলল, দেখেছে। তবে হ্যাঁ, হয়তো চেষ্টা করলে এই রহস্যর উদঘাটন অবশ্যই করা যেতে পারে। হয়তো। কিন্তু কাল যে আমাদের কাড়গুতে যেতেই হবে, হোপফুলি গাড়িটা মেরামত হয়ে গেলে। তাছাড়া সিমারিয়া গ্রামের সকলেরই যখন এক মত যে আমরা টিকরাম পিরেতকে যেন ঘাঁটাই না, তখন আমাদেরও এখুনি কিছু করার নেই।

বাংলোতে পৌঁছতেই তিতির বলল, না কোনও গুলির আওয়াজ না তোমাদের কোনও পাত্তা, তোমরা আশ্চর্য মানুষ যা হোক। চিতার পেটে গেলে কি না আমরা সেই চিন্তা করে মরছি। হাতের হাতঘড়ির দিকেও কি তাকাওনি একবারও ? কটা বাজে বলত ? ঋজুদা আর আমি তো এখুনি বেরোচ্ছিলাম তোমাদের খোঁজে।

-- কটা ?

-- ভটকাই বলল, গুলি খুলে বন্দুকটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখতে রাখতে।

এগারোটা।

তারপর তিতির বলল, তা করে এলে কী ? হল কি রহস্যর সমাধান ?

আমি ভাবছিলাম, টিকরাম পিরেত তো হাতে ঘড়ি পড়ে না। তাছাড়া, খেতে বসে, ঋজুদাকে এই সব ঘটনার কথা বলব কী করে ! কী বলবে বা ভাববে ঋজুদা এবং তিতির আমাদের ? হয়তো হাসাহাসি করবে আমাদের নিয়ে।

ভটকাই বলল, ছেলেটার কী হল অথবা কী হবে তা কে জানে !

আমার কানেও তার অতি চিৎকার বাজছিল, 'মাইরে-মাই-ই'। খাওয়াদাওয়ার পরে

www.MurchOna.com

যাব নাকি আমি আর ভটকাই আরেকবার ? কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের নীল চাঁদের আলোতে আরও রহস্যময় দেখাচ্ছে এখন পাহাড়তলির জঙ্গলকে আলোছায়ার খেলা এখন আরও জোর হবে। সেদিকে চেয়ে আমার গা ছমছম করতে লাগল। জীবনে যেন এই প্রথমবার ভয় কাকে বলে জানলাম। কেরামত বাবুর্চি এসে বলল, ডিনার লাগা দিয়া হুজোর। স্যুপ ঠান্ডা হো রহা হ্যায়।

ঋজুদা বলল, চলরে। অনেক রাত হয়ে গেছে।

চলো।

বললাম আমি।

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com